বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বিশেষ অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসরঃ ২০০৬-২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
০২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
০৩.	প্রথম অধ্যায়	১-৬
০৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার- সংক্ষেপ	৩
০৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
০৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
০৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
০৮.	অডিটের সুপারিশ	৬
০৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৭-১৫
	অনুচ্ছেদ নম্বর ১। ডেডোর সহগের নির্দেশনা উপেক্ষা করে পলিব্যাগ উৎপাদনে দ্বিগুণ হারে পূরুত্ব গণনা করে কাঁচামালের অধিক ব্যবহার দেখানোর ফলে রাজস্ব ক্ষতি।	৯
	অনুচ্ছেদ নম্বর ২। হোম কনজাম্পশন বন্ডের আওতায় পণ্যের শুল্কায়নকালে অগ্রিম আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১০
	অনুচ্ছেদ নম্বর ৩। যোগফলে ভুল দেখিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে অতিরিক্ত কাঁচামাল খালাস করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১১
	অনুচ্ছেদ নম্বর ৪। সম্পূরক শুল্ক কম আদায় করায় সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১২
	অনুচ্ছেদ নম্বর ৫। মাস্টার এল,সি-তে উল্লেখিত রপ্তানীকৃত পণ্যের সংখ্যার চেয়ে ইউ,পিতে বেশী প্রদর্শন পূর্বক কাঁচামাল খালাস করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৩
	অনুচ্ছেদ নম্বর ৬। বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ কাঁচামাল শুল্কায়ন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৪
	অনুচ্ছেদ নম্বর ৭। নিজস্ব ডেডোর সহগ না থাকায় শর্ত সাপেক্ষে অন্যের সহগ ব্যবহার কালে মাত্রাতিরিক্ত অপচয় গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৫
১০.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৫

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ ..... বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
অব বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের মন্তব্য

মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বৎসরের মূসক আদায় প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ অডিট ০৯/১২/২০০৭ হতে ২৯/০৫/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। মূল প্রতিবেদনটি ২৩/১১/২০০৮ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২২/৩/২০০৯ তারিখে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। উক্ত বিশেষ অডিটের খসড়া রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদের উপর অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ব্রডশীট জবাব বিবেচনায় এনে মোট ০৭ টি অনুচ্ছেদের বিপরীতে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৪,৭৯,২২,৮১৯/-টাকা সম্বলিত ১টি অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

উলিখিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব নমুনায়নের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থাসমুহের সে সকল আর্থিক অনিয়ম এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা নিরীক্ষা আওতাধীন সময়ের সমগ্র লেনদেনের সে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং এ প্রতিবেদনের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক শৃংখলার পূর্ণাংগ চিত্র নয়। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত অফিসগুলি কর্তৃক ক্ষেত্র বিশেষে সরকার কর্তৃক জারীকৃত এস আর ও সমূহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন না করা, আর্থিক শৃংখলার অভাব এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে অনিয়মগুলি সংঘটিত হয়েছে। এ বিষয়ে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল।

নিরীক্ষা চলাকালীন উত্থাপিত আপত্তির বিষয়ে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিচালকের সাথে সংশ্লিষ্ট কমিশনার এর একাধিকবার আলাপ আলোচনা হয়, যা নিরীক্ষা কার্যক্রমকে সহজতর করে। নিরীক্ষার শেষ দিন কমিশনার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রিপোর্ট Seen & Discussion সভায় উত্থাপিত আপত্তিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কমিশনার উত্থাপিত আপত্তির সাথে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেন। নিরীক্ষাকালে অডিটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

অডিট পর্যবেক্ষণের সাথে জড়িত অর্থের আদায়ের বিষয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম তরান্বিত করা হলে সরকারি কোষাগারে উল্লিখিত রাজস্ব জমা করা সম্ভব।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ ..... বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ আব্দুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
১.	ডেডোর সহগের নির্দেশনা উপেক্ষা করে পলিব্যাগ উৎপাদনে দ্বিগুণ হারে পুরুত্ব গণনা করে কাঁচামালের অধিক ব্যবহার দেখানোর ফলে রাজস্ব ক্ষতি।	২,৭০,০৯,১০৮/-
২.	হোম কনজাম্পশন বন্ডের আওতায় পণ্যের শুল্কায়নকালে অগ্রিম আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৬১,৮১,৬৫৩/-
৩.	যোগফলে ভুল দেখিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে অতিরিক্ত কাঁচামাল খালাস করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫৭,৪৯,০১৩/-
৪.	সম্পূরক শুল্ক কম আদায় করায় সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	৩৫,৫৬,০৫০/-
৫.	মাস্টার এল.সি-তে উল্লেখিত রপ্তানীকৃত পণ্যের প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে ইউপিতে বেশী প্রদর্শন পূর্বক কাঁচামাল খালাস করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৭,১৭,৩১২/-
৬.	বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ কাঁচামালের শুল্কায়ন না করায় শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	৩২,৫১,৪৮৮/-
৭.	নিজস্ব ডেডোর সহগ না থাকায় শর্ত সাপেক্ষে অন্যের সহগ ব্যবহার কালে মাত্রাতিরিক্ত অপচয় গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৪,৫৮,১৯৫/-
	সর্বমোট =	৪,৭৯,২২,৮১৯/-

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	:	২০০৬-২০০৭
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম	:	কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	:	বিশেষ অডিট।
নিরীক্ষার সময়	:	০৯/১২/০৭ হতে ২৯/০৫/০৮ খ্রিঃ।
নিরীক্ষার পদ্ধতি	:	দৈবচয়নের ভিত্তিতে বাছাইকৃত নথি যাচাই, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে আলোচনা।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন :

অডিট সম্পাদন	:	১. জনাব মোঃ এ,কে,আজাদ খান,উপ-পরিচালক,দলপ্রধান। ২. জনাব মোঃ মাহফুজার রহমান আকন্দ, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, সদস্য। ৩. জনাব মোঃ মাহবুবুল ইসলাম, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, সদস্য। ৪. জনাব সুশীল কুমার অধিকারী, এস,এ,এস সুপার, সদস্য।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন	:	জনাব মোঃ মাহফজুার রহমান আকন্দ, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার।
অডিট রিপোর্ট তত্ত্বাবধানে	:	জনাব মোঃ কামাল আনোয়ার, পরিচালক।
অডিট রিপোর্টের সার্বিক তত্ত্বাবধান	:	জনাব মোঃ আবদুল বাছেত খান, মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- একশত ভাগ রপ্তানীকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর অভ্যন্তরীণ অডিট কর্তৃক উৎঘাটিত রাজস্ব যথাসময়ে আদায় না করা।

- পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ষান্মাসিক পারফরমেন্স রিপোর্ট দাখিল না করা সত্বেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

- নির্দিষ্টকৃত সময়ের আমদানি-রপ্তানির পারফরমেন্স রিপোর্ট পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়নে এবং বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় একাউন্টিং স্টান্ডার্ড অনুসরণ না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ :

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা সমূহ বন্ড কমিশনারেট ও BGMEA কর্তৃক যথাযথভাবে পরিপালন না করা,
- কাঁচামাল (পণ্য) আমদানী ও গুদামজাত করণের পর যথাযথভাবে তদারকি না করা,
- ইউপি প্রদানকালে এমএলসি (এক্সপোর্ট এলসি) পরীক্ষা না করা;
- ইউপি প্রদানকালে কনজাম্পশান এর গাণিতিক শুদ্ধতা যথাযথভাবে যাচাই না করা,
- ১০০% রপ্তানীকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের আমদানীকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পণ্য প্রকৃতপক্ষে রপ্তানী করা হয় কিনা তা যথাযথভাবে তদারকির জন্য ষান্মাসিক পারফরমেন্স রিপোর্ট দাখিল না করা,

- পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ষান্মাসিক পারফরমেন্স রিপোর্ট BGMEA এর মাধ্যমে বন্ড কমিশনারেটে দাখিল না করায় বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ না করা।

- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকালে আমদানীকৃত কাপড়ের মিটার/গজে পরিমাপের পাশাপাশি ওজনের ভিত্তিতে কাপড়ের কনজাম্পশান পরীক্ষা না করা।

- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অডিটের সুপারিশ :

- কাঁচামাল (পণ্য) আমদানীর পর গুদামজাত করণের তদারকি করা প্রয়োজন;
- ইউটিলাইজেশন পারমিশন প্রদানের সময় কনজাম্পশান এর গাণিতিক শুদ্ধতা যথাযথভাবে দেখা প্রয়োজন;
- ১০০% রপ্তানীমূখী বন্ডেড ওয়্যার হাউজ প্রতিষ্ঠান সমূহের আমদানীকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পণ্য প্রকৃতপক্ষে রপ্তানী করা হয় কিনা তা যথাযথ ভাবে তদারকি করা প্রয়োজন;
- রপ্তানীকৃত পণ্যের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত (রিয়ালাইজড) হয় কিনা তা যথাযথভাবে মনিটরিং করা প্রয়োজন;
- পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ষান্মাসিক পারফরমেন্স রিপোর্ট দাখিল না করায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ BGMEA এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন;
- ইউপি প্রদানকালে এমএলসি (এক্সপোর্ট এলসি) পরীক্ষা করা প্রয়োজন;
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকালে আমদানীকৃত কাপড়ের মিটার/গজে পরিমাপের পাশাপাশি ওজনের ভিত্তিতে কাপড়ের কনজাম্পশান পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ- ০১॥

শিরোনাম ঃ **ডেডোর সহগের নির্দেশনা উপেক্ষা করে পলিব্যাগ উৎপাদনে দ্বিগুন হারে পুরুত্ব গণনা করে কাঁচামালের অধিক ব্যবহার দেখানোর ফলে ২,৭০,০৯,১০৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ আর্থিক সনের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার অধীন আঞ্চলিক বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর (ইউপি), ডেডোর সহগ ও সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ডপত্রাদি-পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে,

- ঢাকা কার্যালয়ের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পলিব্যাগ উৎপাদনে সিংগেল পুরুত্বের ভিত্তিতে ডেডোর সহগ অনুযায়ী কাঁচামালের কনজাম্পশন প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- অথচ আঞ্চলিক বন্ড কমিশনারেট এর অধীন পলিব্যাগ উৎপাদনকারী প্রচ্ছন্ন রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দ্বিগুন পুরুত্বের ভিত্তিতে পলিব্যাগ উৎপাদনে কাঁচামালের ব্যবহার দেখিয়ে অধিক পরিমাণ কনজাম্পশন এর ভিত্তিতে ইউপি গ্রহণ করা হয়।
- প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক বন্ড কমিশনারেট এ দ্বিগুন পুরুত্বের ভিত্তিতে পলিব্যাগ এর ব্যবহার প্রদর্শনকারী ৩টি প্রতিষ্ঠানের আংশিক রাজস্ব ক্ষতির হিসাব করা হয়। এতে উল্লেখিত মাত্র ৩টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সরকারের ২,৭০,০৯,১০৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতির পরিমান নিরূপণ করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট- ১ দ্রষ্টব্য । এ ধরনের অণ্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিষয় বিবেচনায় নিলে রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ প্রাথমিক জবাবে জানানো হয় যে, যাচাই করে জবাব দেয়া হবে। পরবর্তীতে ২৮/৪/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা হবে মর্মে জানানো হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ ডেডোর সহগ মোতাবেক কাঁচামাল ব্যবহারের কনজাম্পশন পূর্বেই যাচাইপূর্বক ইউপি ইস্যু করা উচিৎ ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে বর্ণিত টাকা সংশ্লিষ্ট এসেসমেন্টের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে অতিসত্ত্বর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ- ০২॥

আপত্তির শিরোনাম ঃ **হোম কনজাম্পশন বন্ডের আওতায় পণ্যের শুল্কায়নকালে অগ্রিম আয়কর আদায় না করায় ৬১,৮১,৬৫৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ কমিশনার, কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ আর্থিক সনের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষায় আঞ্চলিক বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর অধীন হোম কন্জাম্পশন বন্ডের আওতায় KY CR COIL LTD. এর ইন-টু বন্ড বি/ই, এক্স-বন্ড বি/ই এবং সংশ্লিষ্ট নথি ও রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মোতাবেক ৩১/১২/০৬ তারিখ পর্যন্ত কর অবকাশের আওতায় অগ্রিম আয়কর (AIT) হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত। কিন্তু উক্ত ৩১/১২/০৬ তারিখের পরে এক্স-বন্ড বি/ই এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যের শুল্কায়নকালে AIT আদায় না করায় ৬১,৮১,৬৫৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য।

- কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯-এর ধারা ৩০,৭৯ ও ১০৪ মোতাবেক ইন-টু-বন্ড বি/ই এর তারিখের প্রযোজ্য শুল্ক করাদি এক্স- বন্ড বি/ই এর মাধ্যমে খালাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি কর অবকাশের কারণে ৩১/১২/০৬ তারিখ পর্যন্ত AIT অব্যাহতি প্রাপ্ত ছিল। কিন্তু কর অবকাশের উক্ত ৩১/১২/০৬ তারিখের পরে এক্স-বন্ড বি/ই এর মাধ্যমে পণ্য খালাস করা হলেও প্রযোজ্য AIT আদায় করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, যাচাই করে জবাব দেয়া হবে। পরবর্তীতে ২৮/৪/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা হবে মর্মে জানানো হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ কর অবকাশ শেষ হওয়ার পরে এক্সবন্ড বি/ই এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যের উপর প্রযোজ্য অগ্রিম আয়কর যথাসময়ে আদায় করা উচিৎ ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে বর্ণিত টাকা সংশ্লিষ্ট এসেসমেন্টের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে অতিসত্ত্বর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ- ০৩॥

শিরোনাম ঃ	**যোগফলে ভুল দেখিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে অতিরিক্ত কাঁচামাল খালাস করায় ৫৭,৪৯,০১৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ ঃ	কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ আর্থিক সনের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে এই কার্যালয়ের অধীন আঞ্চলিক বন্ড কমিশনারেট, চট্রগ্রাম এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান মেসার্স ডাফ পিপি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ও হোম টেক্সটাইলস্ লিঃ, ঢাকা এর ইউপি, ইউডি, ডেডোর সহগ, বন্ড লাইসেন্স ইত্যাদি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, যোগফলে ভুল দেখিয়ে ইউপির মাধ্যমে অতিরিক্ত কাঁচামাল খালাস করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে যোগফলের এই ভুল করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ, ডাফ পিপি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর পর্যায়ক্রমে ইউপিসমূহের যোগফলে ভুল করা হয়েছে, যা স্বাভাবিক ভুল নহে। এটি জালিয়াতি হিসেবে গণ্য। যোগফলে ভুল দেখিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে অতিরিক্ত কাঁচামাল খালাস করায় সরকারের ৫৭,৪৯,১০৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য ।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ	প্রাথমিক জবাবে জানানো হয় যে, যাচাই করে জবাব দেয়া হবে। পরবর্তীতে ২৮/৪/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা হবে মর্মে জানানো হয়।
নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ	আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে যোগফলে ভুল দেখিয়ে ইউপি'র মাধ্যমে অতিরিক্ত কাঁচামাল খালাস পর্যায় ক্রনিক ভুলকে স্বাভাবিক হিসেবে গণ্য করার সুযোগ নেই। এ ধরনের ভুল জালিয়াতির পর্যায় পড়ে।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	ইচ্ছাকৃত ভুলের মাধ্যমে অতিরিক্ত কাঁচামাল খালাস করে রাজস্ব ক্ষতি সাধনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ- ০৪॥

শিরোনাম ঃ **সম্পূরক শুল্ক কম আদায় করায় সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বাবদ সরকারের ৩৫,৫৬,০৫০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ আর্থিক সনের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে আঞ্চলিক বন্ড কমিশনারেট, চট্রগ্রামের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান আফতাব অটোমোবাইলস লিঃ, চট্রগ্রাম এর বন্ড রেজিষ্টার, ইন্টু বন্ড বিল অব এন্ট্রি, এক্স বন্ড বিল অব এন্ট্রি, লাইসেন্স নথি, ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- শুল্কায়ণযোগ্য মূল্যের সাথে আমদানী শুল্ক যোগ না করে শুধুমাত্র শুল্কায়ণযোগ্য মূল্যের উপর সম্পূরক শুল্ক নির্ধারণ করায় প্রকৃত আদায়যোগ্য সম্পূরক শুল্ক অপেক্ষা সম্পূরক শুল্ক কম আদায় করা হয়েছে। ফলে সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বাবদ ৩৫,৫৬,০৫০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য।
- অর্থ আইন, ২০০৪(২০০৪ -সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬৩ বলে মূসক আইনের তৃতীয় তফশিলের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত তৃতীয় তফশিলে বর্ণিত বিযুক্ত জীপগাড়ী (১৬০০-৩০০০ সিসি পর্যন্ত) এর উপর আমদানী পর্যায়ে ২৫% হারে সম্পূরক শুল্ক আদায়ের বিধান রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ প্রাথমিক জবাবে জানানো হয় যে, যাচাই করে জবাব দেয়া হবে। পরবর্তীতে ২৮/৪/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় জানানো হয যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শুনানী গ্রহণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ হোম কনজাম্পশন বন্ডের আওতায় এক্সবন্ড বি/ই এর মাধ্যমে পণ্যের খালাসের সময় যথাযথভাবে সম্পূরক শুল্ক আদায় করা উচিৎ ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে বর্ণিত টাকা সংশ্লিষ্ট এসেসমেন্টের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে অতিসত্ত্বর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৫॥

শিরোনাম ঃ মাষ্টার এল.সি-তে উল্লেখিত রপ্তানিকৃত পণ্যের সংখ্যার চেয়ে ইউ,পিতে বেশী প্রদর্শনপূর্বক কাঁচামাল খালাস করায় ১৭,১৭,৩১২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ আর্থিক সনের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষায় পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রচ্ছন্ন রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের ইউ.পি এর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত

- প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের (পোষাক রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান) যে মাষ্টার এল.সি'র বিপরীতে এক্সেসরিজ সরবরাহ করেছে উক্ত মাষ্টার এল.সিতে যে পরিমাণ পোষাকের সংখ্যা উলেখ রয়েছে অথবা শিপিং ডকুমেন্টস ও পাশ বহি অনুযায়ী যে পরিমাণ পোষাক প্রকৃতপক্ষে রপ্তানী করা হয়েছে তা অপেক্ষা উক্ত পোষাক রপ্তানীর কাজে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় এক্সেসরিজ-এর সংখ্যা হতে ইউ.পি-তে অধিক পরিমাণ প্রদর্শন করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাঁচামাল খালাস করা হয়েছে। ফলে শুল্ক ও করাদি বাবদ ১৭,১৭৩১২/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট- ৫ দ্রষ্টব্য।
- উল্লেখ্য যে, ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এল.সি, প্রোফরমা ইনভয়েস এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইউ.ডি-তেও মাষ্টার এল.সি এর চেয়ে রপ্তানিকৃত পণ্য সমূহের পরিমাণ বেশী দেখানো হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ প্রাথমিক জবাবে জানানো হয়েছে যে, যাচাই করে জবাব দেয়া হবে। পরবর্তীতে ২৮/৪/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা হবে মর্মে জানানো হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ ইউপিতে মাষ্টার এলসি এর (এক্সপোর্ট এলসি) উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কারণ উক্ত মাষ্টার এলসি এর বিপরীতেই প্রচ্ছন্ন রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এলসি এর উল্লেখিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবর্শিত হয়ে থাকে বিধায় ইউপি ইস্যুর সময় মাষ্টার এলসি যাচাই করা উচিৎ ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে বর্ণিত টাকা সংশ্লিষ্ট এসেসমেন্টের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে অতিসত্ত্বর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ- ০৬॥

শিরোনাম ঃ **বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ কাঁচামালের শুল্কায়ন না করায় শুল্ক-করাদি বাবদ ৩২,৫১,৪৮৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ আর্থিক সনের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে বন্ড কমিশনারেটের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বন্ড রেজিষ্টার, ইন্টু-বন্ড বিল অব এন্ট্রি, ইউপি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ কাচাঁমালের শুল্কায়ন না করায় সরকারের ৩২,৫১,৪৮৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৬ দ্রষ্টব্য ।

- কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯-এর ধারা ৯৮ এর বিধানানুযায়ী বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ কাচাঁমালের শুল্কায়ন পূর্বক শুল্ক-করাদি আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ প্রাথমিক জবাবে জানানো হয় যে, যাচাই করে জবাব দেয়া হবে। পরবর্তীতে ২৮/৪/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় পূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ বিনা শুল্কে আমদানীকৃত কাঁচামাল গুদামজাত এবং ইউপি'র মাধ্যমে কাঁচামাল খালাস প্রক্রিয়া যথাযথভাবে মনিটরিং না করার কারণে বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সরকারের প্রাপ্য শুল্ক করাদি আদায় করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে বর্ণিত টাকা সংশ্লিষ্ট এসেসমেন্টের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে অতিসত্ত্বর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ- ০৭॥

শিরোনাম ঃ নিজস্ব ডেডোর সহগ না থাকায় শর্ত সাপেক্ষে অন্যের সহগ ব্যবহারকালে মাত্রাতিরিক্ত অপচয় গ্রহণ করায় ৪,৫৮,১৯৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ : কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ আর্থিক সনের বিশেষ হিসাব নিরীক্ষাকালে এই কার্যালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান মেসার্স তুংহাই নিটিং এন্ড ডাইং লিঃ, গাজীপুর এর ইউপি, ইউডি, ডেডোর সহগ, বন্ড লাইসেন্স ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিজস্ব ডেডোর সহগ না থাকায় শর্ত সাপেক্ষে অন্যের সহগ ব্যবহারকালে মাত্রাতিরিক্ত অপচয় গ্রহণ করায় সরকারের ৪,৫৮,১৯৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৭ দ্রষ্টব্য ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ প্রাথমিক জবাবে জানানো হয় যে, যাচাই করে জবাব দেয়া হবে। পরবর্তীতে ২৮/৪/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় পূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ ইউপি ইস্যুর সময় ডেডোর সহগ অনুযায়ী কনজাম্পশানের ভিত্তিতে কাঁচামাল খালাস করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে বর্ণিত টাকা সংশ্লিষ্ট এসেসমেন্টের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে অতিসত্ত্বর আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ আব্দুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

বাঃসঃমুঃ-২০০৯/১০-২৫২১কম/এ-৭৫০ বই-২০১০।